তারিখ 18 JAN 1984 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ... ১ ... ...

বাংলা ভাষা প্রচলন: ভেতরের বাধা

আমরা কি আমাদের মাতৃভাষাকে আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি ? দিতে পেরেছি কি একে যোগ্য মর্যাদা, জয়ের পুষ্পমাল্য? বিষয়টি আজও জিজ্ঞাসাই, জবাব হতে পারল না।

অথচ বলার জো নেই, বাংলা চালু হয়নি। বলা যাবে না—বাংলায় নথিপত্র লেখার এবং অফিসে-আদালতে কাজকর্ম চালানোর নির্দেশ পাওয়া যায়নি। একেবারে যে চলছেও না, তা নয়। তবু কেন বাংলা সর্বস্তরের মানুষের কাছে সর্বান্তকরণে গৃহীত হচ্ছে না?

এ আসলে সমস্যাই। এ সমস্যার উৎস গোষ্ঠী বিশেষের মন ও মনন। বাংলা ভাষাকে আজও একটি বিশেষ শ্রেণী করুণার চোখে দেখেন। ফলে বাইরের আদেশে-নির্দেশে বাংলায় কাজ করতে বাধ্য হলেও ভেতরে ভেতরে এর প্রতি বিমুখতাই প্রবল।

এই বিমুখতার প্রমাণ মেলে বাংলায় লিখনে-বলনে তাচ্ছিল্যে। ভাবখানা এমন— বাংলা ভাষায় লিখতে ভুল হওয়াটা দোষের নয়। তাই যেসব অফিস-আদালত, কল-কারখানা, সংস্থা-সংগঠনে বাংলা ভাষায় লেখালেখি হয়, দেখা যায়, তা-ও শুদ্ধ নয়।

নির্ভুলভাবে ভাষা পড়া ও লেখা সু-শিক্ষার অন্যতম শর্ত। বিশেষভাবে মাতৃভাষার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি অমার্জনীয়। এদেশ থেকে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন, স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় তারা মাতৃভাষাটিও শুদ্ধভাবে জানবেন। দীর্ঘকাল ধরে ফাইলপত্র ইংরেজীতে লেখা হয়েছে, ফলে চর্চা নেই, এ কারণেই বাংলা লিখতে গেলে বাধে— এমন যুক্তি ধোপে টেকার নয়। কিংবা ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজী স্কুলে পড়াশানা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা তো অবশ্যই, তাই বাংলায় কাঁচা রয়ে গেছে— এমন যুক্তিও দেয়া হয়। কিন্তু ইংরেজীতে যখন অফিসের লেখা-জোখা চলেছে, তখনও এদেশের মানুষ বাংলা ভাষায়ই কথা বলেছে। যাঁরা ইংরেজি স্কুলে পড়া-লেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাও পড়ার বাইরের সময়টায় ঘরে-বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন। কেবল কথা নয়, পাশাপাশি তাদের বাংলা ভাষাও শিখতে হয়েছে।

অর্থাৎ স্কুল বা অফিস বাংলা বিবর্জিত হলেও জীবনধারা বাংলা-বহির্ভূত ছিল না। ছিল না বলেই প্রশ্ন ওঠে—শত ভাষায় জ্ঞানী হলেও মাতৃভাষা বাংলাটা কেন জানা থাকবে না?

আসল কথা হচ্ছে— বাংলা জানবো না, বুঝবো না, লিখবো না, বলবো না। এই যে মানসিকতা, তা আবার টিকে আছে পরিবেশের গুণে। সংকটের জন্যই বোধহয়—আমরা হীনমন্যতায় ভুগছি স্মরণাতীতকাল থেকে।

'রাজার ভাষা'ই শ্রেষ্ঠ এবং আমরা যে দীর্ঘকাল ধরে ছিলাম পর্যায়ক্রমে শাসিত—এ-ও তো মিলিয়ে আমরা অন্যের ভাষায়- অর্থাৎ মাত্র প্রয়োজনের তাগিতেই যে আমরা অন্য ভাষাকে গ্রহণ করেছি তা নয়, প্রয়োজনের সঙ্গে ঐশ্বর্য ও মমতার প্রতি বিমুখতার মিশ্রণ ঘটেছে বলেই সেই ভাষা স্থান করে নিয়েছে অন্তর্জগতেও। অপরের স্থান ঘটিয়েছে আপনের নির্বাসন।

আজকের কিছুই 'অন্য' নয়, সবই আমরা ও আমাদের। তবু কেন 'বাংলা ভাষা' আজও এমন অবহেলিত ? কারণ আর কিছু নয়—অতীতের ছায়া, অসার আভিজাত্যের মায়া। দুঃখের বিষয় নিজ দেশে নিজ ভূমে

হোসনে আরা শাহেদ

আমাদেরকে আমরা আজও ভালোবাসতে শিখলাম না, আজও আমরা অন্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিমোহিত, অপরের সৌন্দর্য নিন্দিতে স্নাত। বাংলা ভাষা আজ প্রয়োজনের-ভাষা হয়ে উঠতে থাকলেও পুরোপুরি হতে পারছে না, এই জটিল বোধের জন্য।

যেমন বাংলা চালুকরণের বেলা আমরা নানা কথা বলি। বাংলা পরিভাষা নেই, বাংলা ঠিক অফিসিয়েল ভাষা নয়, বাংলায় সব কিছুই স্পষ্ট করে লিখতে কষ্ট হয়। লক্ষ্য করিনা, জেনে শুনেও যেন মানতে চাই না - বাংলার প্রচলন মানে এই নয় যে সব শব্দ হতে হবে বাংলায়, যে সকল বিদেশী শব্দ চেনা হয়ে গেছে, যে সকল শব্দ লোকের কাছে দেশী-বিদেশীর পার্থক্য হারিয়েছে, সেসব শব্দ এমনকি লোকসান নেই সঠিক অনূদিত শব্দ না-হলেও অর্থাৎ প্রয়োজনে কিছু কিছু ভিন দেশীয় শব্দ প্রয়োগে-ও। বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমটি হোক বাংলায় —এটুকুই চাওয়া, এই চাওয়া পূর্ণ করার জন্য দরকার অনেক অপেক্ষা। তাতেও আপত্তি নেই, আপত্তি অজুহাতে সৃষ্টিতে। বাংলা ভাষার সার্বিক প্রচলনের সঙ্গে ইংরেজী

প্রতি শ্রদ্ধা নেই। ... তার কারণ নিজেকে-ভালোবাসা মানে অন্যকে ঘৃণা করা নয়, আত্ম বিশ্বাস মানে অন্যকে অবজ্ঞা করা নয়। কাজেই ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই, সে ভিন্ন প্রশ্ন। বাংলা ভাষা চালুকরণের যৌক্তিকতার সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা কেন ? কেন প্রশ্ন তোলা হয়, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী আরম্ভ করার জন্য এবং বিএ ক্লাসে ইংরেজী বাদ দেয়ার জন্য শিক্ষার মান যাচ্ছে গোল্লায়? শিক্ষার মানের গতি নিম্নমুখী হওয়ার জন্য কি দায়ী তবে ইংরেজী না থাকা ? তা নয়। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক ত্রুটিরই এজন্য যতো দায়। দেখা যায়—শিক্ষার্থীদের গরিষ্ঠ অংশেরই মাতৃভাষা জ্ঞান স্বচ্ছ নয়। ঠিক সরকারী বেসরকারী, আধাসরকারী অফিসের তথাকথিত অনভ্যস্ত ছোট-বড় কর্মকর্তাদের মতোই তারাও আজ ভুল বানান, ভুল বাক্য গঠন ও সাধু-চলিতের গোলক ধাঁধাঁয়। এ দিয়েই শিক্ষার মান মানে যে কেবল বাংলা বা বাংলা ইংরেজীর জগাখিচুড়ি, তা নয়। এর মানে অনেক গভীর, এ অনেক কার্যকারণের সমষ্টি।

বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুতে হবে, নেতিবাচক অর্থাৎ অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভঙ্গী নিয়ে নয়। অর্থাৎ আর কোনও ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধা যেন বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার কারণ বলে ধরে নেয়া না হয়। কারণ বাংলা ভাষাভাষীর কাছে বাংলা ভাষার আকর্ষণ, মমতা, শ্রদ্ধা সবই হতে হবে সহজাত ধারা থেকে—মাতৃভাষার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না—এ চিন্তা ও চেতনা স্বতস্ফূর্তভাবে জ্যোতির্ময় করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে।

বাধ্যতামূলক করা বা আবশ্যিক করা হচ্ছে চেতনা সৃষ্টির প্রথম স্তর, কিন্তু মূল হচ্ছে চেতনাকে আলোকিত করা। আপনা থেকে ভালো না করলে যতো আদেশ নির্দেশই বর্ষিত হোক, সবই উপরি-মলমের কাজ করবে—ভেতরে বাধা কুড়ে কুড়ে খাবে। অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য বাংলা ভাষার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য যেমন চাই বাধ্যকতা, তেমনি চাই আন্তরিকতা। আরও পরিষ্কার করে ... যায় ভেতর ও বাহির দু... থেকেই যদি বেঁধে দেয়া ... লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে না ... হয়। বাহির থেকে বাঁ... জীবনের মৌল প্রশ্ন... গৃহীত ...